প্রথম আলো

২০ নভেম্বর ৭

প্রবেশপত্র দিতে না পেরে দ্বিতীয় দফা পরীক্ষা স্থগিত করেছে এনটিআরসিএ

শরিফুজ্জামান পিন্টু ●

দেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগে বাছাই পরীক্ষা নেওয়ার লক্ষ্যে গঠিত প্রতিষ্ঠান বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। শিক্ষা প্রশাসনে অনভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের এই কর্তৃপক্ষের শীর্ষ-পদে নিয়োগ দেওয়ায় তাঁরা প্রায় সোয়া লাখ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়া, ফল প্রকাশসহ আনুষঙ্গিক কাজ ঠিকমতো সামলাতে পারছেন

দ্বিতীয়বারের মতো বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্ত জানায় এনটিআরসিএ। পরীক্ষার্থীদের অনেকেই প্রবেশপত্র হাতে না পাওয়ায় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা পেছাতে বাধ্য হয়। এর আগে গত ১৭ ও ১৮ অক্টোবর ওই পরীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রশ্নপত্র তৈরি ও প্রস্তুতির ঘাটতি থাকায় পরীক্ষা এক মাস পেছানো হয়েছিল।

সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস) সূত্র জানায়, এনটিআরসিএর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভুল নির্দেশনার কারণে বিজি প্রেস বিষয়ভিত্তিক

শেষ পৃষ্ঠার পর

এমনকি প্রয়োজনের তুলনায় কম বা বেশি প্রশ্নপত্র ছাপা হয়। এ কারণে প্রথমবার পরীক্ষা পেছানো হয়।

আজ শুক্রবার ও কাল শনিবার এনটিআরসির সেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তা আকস্মিক বাতিল হওয়ায় পরীক্ষার্থীদের অনেকেই হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁরা অভিযোগ করেছেন, কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও অক্ষমতায় এর আগেও তাঁরা এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। বেশিরভাগ পরীক্ষার্থীই প্রবেশপত্র হাতে পাননি।

২০০৫ সাল থেকে গত তিনটি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের ঠিকানায় প্রবেশপত্র পাঠানো হচ্ছিল। এ বছর কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়, পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশপত্র পাঠানো হবে। এনটিআরসিএ বলছে, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তারা এ বিষয়টি পরীক্ষার্থীদের জানিয়েছে। কিন্তু পরীক্ষার্থীরা বলছেন, তাঁরা বিষয়টি জানতেন না। এমনকি প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বেশকিছু পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্রের খোঁজে চলে আসেন এনটিআরসিএর ঢাকা কার্যালয়ে। এদের কয়েকজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোর* কাছে ওই প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্তদের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

পরীক্ষার্থীদের অভিযোগের সূত্র ধরে জানা যায়, এনটিআরসিএ এখন অদক্ষ কর্মকর্তাদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এখানকার চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে সচিব, তিনজন সদস্য, দুজন পরিচালক এবং শিক্ষা ক্যাডার থেকে আসা ১২-১৩ জন উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকের শিক্ষা প্রশাসনে কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান তথ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা এবং তিনি গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমল থেকে জোট সরকারের পুরো মেয়াদজুড়ে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) ছিলেন। এই কর্মকর্তার শিক্ষা প্রশাসনে কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। কর্তৃপক্ষের তিন সদস্যের সবাই ৮৩ সালের বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত হন এবং এঁদের মধ্যে দুজন সাধারণ স্নাতক ডিগ্রিধারী। এমনকি পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়নের সদস্য হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় যুক্ত ছিলেন না। তিনি বিজ্ঞানে স্নাতক একজন কর্মকর্তা। কর্তৃপক্ষের সচিব মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে '৮৪ সালের বিসিএস পরীক্ষায় নিয়োগ পান এবং তিনি স্নাতক পাস।

কর্তৃপক্ষের দুই পরিচালকের একজন সম্প্রতি উত্তরার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামি শিক্ষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। অপর পরিচালকও শিক্ষা প্রশাসনে কাজ করেননি।

কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত শিক্ষা ক্যাডারের অধিকাংশ কর্মকর্তার দক্ষতা ও যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শিক্ষকতা করলেও দু-একজন ছাড়া বাকি কেউই শিক্ষা প্রশাসনে কাজ করেননি।

সূত্রমতে, এভাবেই একটি নতুন ও জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান অদক্ষ কর্মকর্তাদের ভিড়ে শুরুতেই স্থবির হয়ে পড়েছে। কর্তৃপক্ষের তিন সদস্যের যোগ্যতা নিয়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) প্রশ্ন তুললেও তা আমলে নেওয়া হয়নি।

দুই দফা পরীক্ষা পেছানোর কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে এনটিআরসিএর চেয়ারম্যান কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রবেশপত্র পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠানোর কথা আগেই সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পরীক্ষার্থীদের জানানো হয়েছিল। কিন্তু অনেকেই বিষয়টি ঠিকমতো জানতে পারেনি। অপর এক প্রশ্নের জবাবে চেয়ারম্যান বলেন, প্রশ্নপত্রসংক্রান্ত জটিলতার কারণে নয়, পরীক্ষার্থীদের ডেটাবেইস তৈরি করতে গিয়ে সময় বেশি লেগে যায় এবং এ জন্য প্রথমবার পরীক্ষা পেছানো হয়।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে কাজী আখতার বলেন, এখানে কর্মরতদের সরকার নিয়োগ দিয়েছে। তাই তাঁদের যোগ্যতা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করতে চান না।